মিলাদুন্নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন: সংশয় নিরসন

[উক্ত রিসালাটি সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থিত দারুল ফকীহ থেকে এ বছর ঈদে মীলাদুন্নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষ্যে প্রকাশিত]



অনুবাদ: আব্দুল্লাহ যোবায়ের

jobairabdullahbayan@gmail.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। সায়্যিদুনা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর মহান আল্লাহর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

- **শরীয়াতসম্মত মীলাদুন্নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন কী?**

শরীয়াতসম্মত মীলাদ উদযাপন বিভিন্ন মজলিসের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে পারে, যাতে সাধারণভাবে সবাই উপস্থিত থাকবে। লোকেরা সেখানে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতের কিছু অংশ, তাঁর পৃথিবীতে আগমনের ঘটনা, তাঁর দেহসৌষ্ঠব, তাঁর অনুপম চরিত্র, পবিত্র বংশ তালিকা ইত্যাদি শুনতে জমায়েত হবে। এটা তাদেরকে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত তথা জীবনাদর্শকে মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করবে। সেখানে হালকায়ে যিকর হবে, মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় রচিত কবিতা আবৃত্তির সাথে সাথে তাঁর উপর দরূদ পাঠ করা হবে এবং খাবার পরিবেশন করা হবে, যাতে গরীবদের আনন্দ হয়, বিষণ্ণদের মনে উৎফুল্লতা আসে। এসব কিছু নিঃসন্দেহে দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত।
তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো শরীয়াত বিরোধী বা নিন্দনীয় কোন কিছু মিশ্রিত হতে পারবে না। এই শর্ত সব ধরণের ইসলামী জমায়েতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিভিন্ন দেশে মীলাদ অনুষ্ঠানে যেসব শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ হয়, সেগুলো কেনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

- **এই আলোচনা সভায় মানুষের সমবেত হয়ে লাভ কী?**

সবচেয়ে বড় লাভ হলো নসীহত ও দিকনির্দেশনার জন্য লোকদের এক করতে পারা- যাতে তারা কুরআন ও সুন্নাহ মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে। অনেক গাফিল লোক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আসে না এমনকি জুমা'আর নামাযেও না। তাহলে তাদেরকে কিভাবে দ্বীনী মজলিসে আনা যায়?

এখন তাদের যদি বলি দ্বীনী উৎসবে আসো। সেখানে আমরা তোমাদের নবীর পবিত্র জীবনী আলোচনা করবো, তাঁর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করবো। তখন তারা উদার মনে এই দাওয়াত গ্রহণ করবে। কারণ মানুষ স্বভাবতই আনন্দ-উল্লাস ভালোবাসে। এরপর মীলাদ মাহফিলে যদি তাদের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলে তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে নামাযে আসবে, রোযা রাখবে, সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী হবে।

➢ কোন একজন নবী বা খোলাফায়ে রাশেদীনের ঘটনার আলোচনা অনুষ্ঠানে একত্রিত হওয়া জায়েয কি না?

হ্যাঁ। কোন মুসলমান এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতের বিভিন্ন দিক আলোচনা করাতো আরও গুরুত্বপূর্ণ। এটা সুন্নাতও বটে। বর্তমান যুগে যেমন দেখা যায়, অনেক মুসলমান তাদের নবী সম্পর্কে কিছুই জানে না- তাঁর পবিত্র বংশ পরিচয়, জন্মবৃত্তান্ত বা মীলাদ, সীরাত, আখলাক, শামায়েল কিছুই না।

ইচ্ছে করলে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনবৃত্তান্ত বা বংশ পরিচয় সম্পর্কে মুসলিমদের জিজ্ঞেস করে দেখুন। দেখবেন শতকরা নব্বই জনই জানে না। ইচ্ছে হলে যাচাই করে দেখতে পারেন। আমরা যাচাই করে দেখেছি। এমন কোন মুসলমান আছে যে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত শুনতে একত্রিত হতেও বাধা দেয়?

➢ মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তাঁর জন্মদিনকে গুরুত্ব দিতেন?

হ্যাঁ। ১. রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে ব্যাখ্যা করতেন রোযার মাধ্যমে। যেমন কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, 'এই দিনেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে অথবা আমার উপর অহী নাযিল করা হয়েছে।' (সহীহ মুসলিম: ১১৬২)

২. রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সপ্তাহে রোযা রাখার মাধ্যমে তাঁর মীলাদের স্মরণকে নবায়ন করতেন। এতে বুঝা যায়, তাঁর মীলাদের স্মরণ বারবার নতুনভাবে করাও শরীয়াতসম্মত।

➢ মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ধর্মীয় ঘটনাকে সময়ের সাথে সংযুক্ত করতেন?

হ্যাঁ। ১. হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করে মদীনাবাসীকে এমনভাবে পেলেন যে, তারা একদিন রোযা রাখে। অর্থাৎ আশুরার দিন। তারা বলল, এটা একটি মহান দিবস। এ এমন এক দিন, যে দিনে আল্লাহ মূসা আলআইসি সালামকে নাজাত দিয়েছেন এবং ফিরআউনের সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এরপর মূসা আলাইহিস সালাম শুকরিয়া হিসেবে এদিন রোযা রেখেছেন। তখন মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদের তুলনায় আমি মূসার অধিক নিকটবর্তী। তাই তিনিও এদিন রোযা রেখেছেন এবং এদিন রোযা রাখতে আদেশ দিয়েছেন। (বুখারী)

২. দেখা যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার দিনে রোযা রাখার আদেশ দানের মাধ্যমে মূসা আলাইহিস সালামের মুক্তির স্মরণকে প্রতি বছর নবায়ন করা ও চিরজাগরুক রাখার ব্যবস্থা করে দিলেন। এটি নবীগণের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা স্মরণ করার দলীল। এর মধ্যে তাঁর মীলাদের স্মরণও শামিল হবে।

৩. মূসা আলাইহিস সালামের ফেরাউনের কবল থেকে নাজাতেরর আনন্দে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রেখেছেন। যদিও মূসা আলাইহিস সালামের নাজাত বিশেষভাবে তাঁর উম্মতের জন্য ছিল, আমাদের আখেরী উম্মতের জন্য নয়। অথচ আমাদের নবী সায়্যিদুনা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম ছিল আমাদের সমগ্র উম্মতের নাজাত। তাই যাঁর জন্মে আমাদের নাজাত, এই উম্মতের নাজাত, এই বিশ্বজগতের নাজাত, তাঁর জন্মে আনন্দিত হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।

➢ মহান আল্লাহ কি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার জন্য আনন্দিত হতে আদেশ করেছেন?

হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন এটা আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায়। সুতরাং এতে তারা আনন্দিত হোক।'-সূরা ইউনূস: ৫৮ এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি আদেশ যেন আমরা তাঁর দয়া বা রহমতে আনন্দিত হই। ইবন আব্বাস এর তাফসীরে বলেন, 'আল্লাহর অনুগ্রহ হল জ্ঞান এবং তাঁর দয়া হল মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।' -দুররুল মানছুর: ২/৩০৮

➢ আনন্দিত হওয়ার মত রহমতটি কি?

১. মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে রহমত নামে ভূষিত করেছেন: 'আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমতরূপে প্রেরণ করেছি।' (সূরা আম্বিয়া: ১০৭) সর্বোত্তম রহমত তিনিই। কারণ বেশীরভাগ রহমতই খাস হয়ে থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমভাবে বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব আনন্দিত হতে ও স্মরণ করতে এই রহমতই সবচেয়ে হকদার।

২. রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি তো রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি।' (মুসলিম)

➢ ইসলাম কি ধর্মীয় কাহিনীকে গুরুত্ব দেয়? এটা কি ধর্মীয়ভাবে ফলপ্রদ?

হ্যাঁ। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, 'রাসূলদের ঐসকল বৃত্তান্ত আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি, যা দিয়ে আমি আপনার চিত্তকে দৃঢ় করি।' -সূরা আম্বিয়া; ১০

এসব বৃত্তান্ত যদি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিত্তকে সুদৃঢ় করতে পারে, তবে তাঁর মীলাদের ঘটনা আমাদের উপকারে আসবে না কেন? এর মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে, তাঁর অনুপম চরিত্র, বিনয়-নম্রতা, ধৈর্য- এসব তো মীলাদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানা সম্ভব।

➢ মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত আলোচনা করা কি ওয়াজিব?

হ্যা। ১. মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।' (আলে ইমরান: ৩১) এখানে আল্লাহর ভালোবাসাকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কথা হল, মানুষ যার সম্পর্কে কিছুই জানে না, তাকে কিভাবে অনুসরণ করবে?

২.রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার কাছে তার মাতাপিতা, সন্তানসন্ততি এবং সকল মানুষের থেকে প্রিয় না হব।' (বুখারী ও মুসলিম) অতএব তাঁকে আমাদের পরিবার ও নিজেদের থেকে বেশী ভালোবাসা কর্তব্য। কেউ কি এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে ভুলে যায়? যায় না। তাহলে প্রকৃত মুমিন হতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আমাদের ভুলে যাওয়া চলবে না। তিনি যেমন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, 'এমনকি আমি যেন তোমার কাছে তোমার চেয়েও প্রিয় হয়ে যাই।' (বুখারী) তাই ন্যূনতম ভালোবাসার দাবী হলো বছরে যেন কমপক্ষে একবার আমরা তাঁর সীরাত নিয়ে আলোচনা করি। নতুবা লোকেরা এমন ব্যক্তিত্বকে কিভাবে ভালোবাসবে যার চরিত্র বা দেহসৌষ্ঠব সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই?

৩. রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈহিক ও চারিত্রিক উভয় বৈশিষ্ট্যকেই সুন্নাতের হিসেবে গণ্য করেছেন। অতএব সুন্নাত চর্চা করতে হলেও সীরাত চর্চা করতে হবে। আর মীলাদ সীরাতেরই অংশ।

➢ তাঁর মীলাদের আলোচনায় শুধু এই দিনকে নির্দিষ্ট করব কেন?

১. আমরা যেমন বদরের যুদ্ধকে বদরের যুদ্ধের দিন, হিজরতকে হিজরতের দিন, কাদেসিয়ার যুদ্ধকে কাদেসিয়ার দিন স্মরণ করি, তেমনি মীলাদের দিনেই মীলাদের আলোচনা করব।

২. যে মূলনীতি প্রত্যেক মুমিনের প্রতিষ্ঠা করা উচিত, তা হল সায়িদুনা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতকে প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণ করা, যাতে তাঁর সুন্নাত থেকে আমরা উদাসীন হয়ে না যাই। এরপরও মানুষ কোন ঐতিহাসিক ঘটনা যেদিন ঘটেছিল, সেদিন পুনরায় আলোচনা করে। কারণ এর প্রভাবও সুদূরপ্রসারী হয়।

➤ **এসব আলোচনায় খুশী হওয়া বৈধ?**

হ্যাঁ। উপরোক্ত হাদীসের টীকায় ইবন হাজার বলেছেন, আবু দাউদ আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় পৌঁছলেন, তখন হাবশীরা আনন্দে খেলাধুলা করেছিল। তারা তাদের বল্লম নিয়ে খেলেছিল। সন্দেহ নেই, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের দিন তাদের কাছে ঈদের দিনের চেয়েও বড় ছিল।' (ফাতহুল বারী; ২/ ৪৪৩)

➤ **ইসলাম কি ধর্মীয় ঘটনা স্মরণ করাকে গুরুত্ব দেয়?**

হ্যাঁ। ১. সহীহ সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমআর দিনের মর্যাদায় বলেন, 'এ দিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' (মুসলিম)

৩. হজ্জ ইসলামের অন্যতম রোকন। হজ্জের কিছু কার্যাবলি যেমন সাঈ, কোরবানী, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে সালাত আদায়। সাঈর ক্ষেত্রে যেন আমাদের বলা হচ্ছে: 'ঐ পূণ্যময়ী নারী হাজেরাকে ভুলে যেও না। যে নবী না হয়েও আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। কুরবানীতে তো আমাদের ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, যিনি স্বীয় পুত্রকে কুরবানী দিতে চেয়েছিলেন। মাকামে ইবরাহীমের পেছনে সালাত আদায়েও কাবা নির্মানরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো।' তিনি কিন্তু কাবা শরীফের দরজাকে সালাতের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করতে বলেননি। আমরা কি সেই নবীর মীলাদের কথা স্মরণ করবো না, সমগ্র দ্বীন যাঁর মাধ্যমে এসেছে?

➤ **রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি এমন কাজ করা বৈধ? তিনি তো মীলাদ উদযাপন করেননি।**

না। কিন্তু তিনি প্রতি সপ্তাহে সোমবার রোযা রাখার মাধ্যমে তাঁর মীলাদ উৎযাপন করেছেন।

➤ **কিন্তু তিনি তো কোন বাৎসরিক উদযাপন নির্দিষ্ট করেননি। কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ ও কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমেও তো মীলাদ উৎযাপন করেননি। এসব কাজ কি তাহলে বিদআত ও ভ্রষ্টতা হবে না?**

না। এটা উত্তম রীতি হিসেবে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ইসলামে যে কোন ভালো রীতি প্রচলিত করবে, যা তার পরেও পালন করা হবে, তাকে আমলকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে কিন্ত তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমবে না। আর যে ইসলামে কোন কুপ্রথা প্রচলিত করবে, যেটা তার পরেও পালন করা হবে, তাকে আমলকারীদের সমান গুনাহ দেয়া হবে অথচ তাদের গুনাহ থেকে কিছুই কমবে না।' -মুসলিম

সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ হাদীসের টীকায় ইমাম নববী বলেন, 'এখানে ভালো কাজের সূচনা ও উত্তম রীতি চালু করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর রেওয়াজ চালু করার ব্যাপারে ভয় দেখানো হয়েছে। এখানে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে এ হাদীস বিশেষায়িত করা হয়েছে: (كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) বা প্রত্যক নবসৃষ্টই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী। এখানে মুহদাসাত বা নবসৃষ্ট বলতে নবসৃষ্ট ভ্রষ্টতা ও বিদআত বলতে নিন্দনীয় বিদআত উদ্দেশ্য।'

তাহলে আল্লাহর যিকর ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠসহ লোকদের কুরআন তিলাওয়াত, সীরাত, সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও শিষ্ঠাচারের

দিকে জমায়েত হওয়াকে কি আমরা নিছক বাতিল মুহদাসাত ও নিন্দনীয় বিদআত সাব্যস্ত করব নাকি ভালো কাজের সূচনা ও উত্তম রীতি-নীতির প্রচলন মনে করব?

➢ এমন বলা কি ঠিক হবে যে আল্লাহর যিকর করে, তাঁর রাসূলের উপর দরূদ পড়ে এবং লোকদের তাঁর সুন্নাতের দিকে আহ্বান করে- সে জাহান্নামী?

অবশ্যই না। প্রসিদ্ধ ইমামগণ তাই মীলাদকে বিদআতে হাসানা নাম দিয়েছেন।

➢ ইসলামে কি বিদআতে হাসানার অস্তিত্ব আছে?

হ্যাঁ। ইসলামে বিদআতে হাসানার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

১. উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে লোকদের বিশ রাকায়াত তারাবীহ নামাযের জন্য একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল: রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এমন করেননি। এটা কি তবে বিদআত নয়? তিনি উত্তরে বলেছেন, (نعمة البدعة هي) 'এটা কতইনা উত্তম বিদআত।' আরবি ভাষা সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান আছে, সে জানে نعمة শব্দটি ভাল কিছুর প্রশংসার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. ইমাম নববী তাঁর সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, 'আলিমগণের মতে বিদআত পাঁচ প্রকার। ওয়াজিব বা আবশ্যক, মানদূব বা মুস্তাহাব, হারাম বা নিষিদ্ধ, মাকরূহ বা অপছন্দনীয় এবং মুবাহ বা বৈধ।'

৩. ইবন হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন, 'দাল বর্ণে যবরযোগে মুহদাসাত শব্দটি মুহদাসাতুন শব্দের বহুবচন। শব্দটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই এমন উদ্ভাবিত বিষয়। শরীয়াতের পরিভাষায় এটাকেই বিদআত বলা হয়। তাই শরীয়াত নির্দেশ করে এমন কোন ভিত্তি যাতে আছে, সেটা বিদআত হবে না।... ইমাম শাফেঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বিদআত দু'প্রকার: প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়। যেটা সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্য রাখবে সেটা প্রশংসনীয় আর যেটা সুন্নাত বিরোধী সেটা নিন্দনীয়। এ উক্তিটি ইমাম শাফেঈ থেকে ইবরাহীম ইবন জুনায়েদ এবং তাঁর থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী তাঁর মানাকিবুশ শাফেঈ গ্রন্থে ইমাম শাফেঈর আরও একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন: মুহদাসাত বা নতুন বস্তু দু'প্রকার। যে মুহদাসাত কুরআন, সুন্নাহ, আছার বা সাহাবীদের মত এবং ইজমার বিপরীত হবে, সেটা ভ্রষ্টতাপূর্ণ বিদআত। আর যেটা ভাল উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং উপরোক্ত বিষয়গুলোর সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেটা নিন্দনীয় নয়।'

➢ মীলাদুন্নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে চার মাযহাবের আলিমদের অভিমত

হানাফীদের অভিমত: হানাফী মাযহাবের সর্বশেষ মুহাক্কিক আল্লামা ইবন আবিদীন শামী বলেন, 'জেনে রাখুন, একটি প্রশংসনীয় বিদআত হল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের মাসে মাওলুদ শরীফ।' তিনি আরও বলেছেন, 'অসংখ্য মু'জিযার অধিকারী রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘটনা শুনতে একত্রিত হওয়াটা নৈকট্যলাভের একটি বিরাট মাধ্যম, যাতে তাঁর মুজিযা বলা হয় ও বেশী বেশী দরূদ পাঠ করা হয়।'

মালেকীদের অভিমত: মুহাম্মদ উলায়শ আল মালেকী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনকে ঈদ ধরে নিয়ে এদিন রোযা রাখাকে মাকরূহ করা হয়েছে।' -মানহুল জালীল

শাফেঈদের অভিমত: ইবন হাজার আসকালানী আশুরার রোযা রাখার বর্ণনা থেকে মীলাদের দলীল সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপ ইবন হাজার হাইতামী বলেছেন, 'বিদআতে হাসানা মুসতাহাব হওয়ার উপর সবাই একমত। মীলাদ পালন করা ও এ উদ্দেশ্যে লোকদের জমায়েত হওয়ার হুকমও অনুরূপ অর্থাৎ বিদআতে হাসানা।'

হাম্বলীদের অভিমত: ইবন রজব হাম্বলী সোমবার দিন রোযা রাখার ব্যাখ্যায় বলেন, 'এখানে বান্দার উপর মহান আল্লাহর নিয়ামতসমূহ যেসব দিনে নবায়ন হয়, সেসব দিনে রোযা রাখার ইঙ্গিত রয়েছে। এই উম্মতের প্রতি মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত হল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন।' -লাতাইফুল মা'আরিফ: ১০৫

ইবন তায়মিয়া বলেন, 'মীলাদকে সম্মান করা ও এটাকে [উৎসবের] মৌসুম হিসেবে গ্রহণ করা। কিছু লোক এমন করে থাকে। ভালো নিয়্যত ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাজীমের জন্য এমনটি করায় এতে তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে।' -ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম, ৩/ ৬১৭

আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়: শায়খুল আযহার আল্লামা হুসাইন মুহাম্মদ খালুফ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পূর্ববর্তীদের যুগে না থাকলেও এই পদ্ধতিটি জারী রাখায় কোন দোষ নেই। এটা এবটি উত্তম প্রচলন। -ফাতাওয়া শারঈয়্যাহ: ১/ ১৩১

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে আনন্দিত হওয়া

ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন, প্রতি সোমবার আবু লাহাবের আযাব লঘু করা হয়। কারণ সে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মীলাদের সুসংবাদ দেয়ায় দাসী সুওয়াইবিয়াকে মুক্ত করে দিয়েছিল। সুয়াইবিয়া আবু লাহাবের দাসী ছিলেন। আবু লাহাব মুক্ত করে দেয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুগ্ধপান করিয়েছিলেন।

আবু লাহাব মারা যাওয়ার পর কোন আত্মীয় (হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাকে খুব দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় দেখলেন। তিনি বললেন, তোমার কি অবস্থা? আবু লাহাব বলল, 'আপনাদের কাছ থেকে আসার পর আমি এতটুকু শান্তি পাইনি। তবে সুওয়াইবিয়াকে এ দুআঙুল দিয়ে মুক্ত করে দেয়ায় এর মাধ্যমে পানি পান করে থাকি।' (বুখারী) অর্থাৎ প্রতি সোমবার সে আঙুলদ্বয়ের মধ্যে কিছু পানি জমে থাকে। আবু লাহাব সেটুকু পান করে কিছুটা স্বস্তি লাভ করে।

হাফিজুশ শাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন নাসির বলেন,

এই সেই কাফের, যার নিন্দা এসেছে কুরআনে,
যার হাত ধ্বংস হয়েছে, হয়েছে চির জাহান্নামী-
প্রতি সোমবার তার আযাবও লঘু হয়
শুধু আহমদের জন্য আনন্দিত হয়েছে বলে।
তাহলে সেই বান্দাকে নিয়ে তুমি কি মনে করো,
যে ছিল একত্ববাদী, যার সারাটা জীবন ছিল আহমদকে নিয়ে প্রফুল্ল?

(ইবন হাজার আল হাইতামী, তুহফাতুল মুহতাজ; ৭/ ৪২৪)

ইবন হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে বলেছেন, সুহায়লী বলেছেন, আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আবু লাহাব মারা যাওয়ার এক বছর পর তাকে আমি অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম। সে বলল, 'তোমাদের নিকট থেকে আসার পর কোনো শান্তি পাইনি। তবে প্রতি সোমবার আমার আযাব লঘু করা হয়।' ইবন হাজার বলেন, এর কারণ হল মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুওয়াইবিয়া আবু লাহাবকে এ সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাই আবু লাহাব তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল। এই হাদীসে প্রমাণিত হয় আখিরাতে কাফিরের নেককাজ তার উপকারে আসে। (ফাতহুল বারী: ৫/ ১৪৫)

একজন কাফির যদি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদে আনন্দিত হয়ে এমন উপকৃত হয়, তবে একই কারণে সাওয়াবপ্রাপ্তি ও উপকৃত হওয়ার দিক থেকে একজন মুসলিম অবশ্যই অগ্রণী।

কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি ও আলিমদের উক্তি থেকে এতসব দলীল থাকার পরও আজকাল কতিপয় লোককে বলতে শোনা যায় আল্লাহর যিকর করা, তাঁর রাসূলের উপর দরূদ পড়া এবং মীলাদ উপলক্ষ্যে আনন্দিত হওয়া ভ্রষ্টতা ও বিদআত। আরও দুঃখের বিষয় হলো যারা এমন বলে, কতিপয় লোক তাদের আলেম মনে করে।